JUL 18 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি জুরানপুর এতিমখানা ও ডিগ্রি কলেজ

সুবিদ আলী ভূঁইয়ার অভিযোগ স্থানীয় এমপি ও মন্ত্রীর ইশারায় এসব হচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক : দাউদকান্দি জুরানপুর হালিম এতিমখানা ও জুরানপুর আদর্শ ডিগ্রি কলেজ দুর্বৃত্ত আর সন্ত্রাসীদের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। শুরু থেকেই কলেজটি ছিল রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এতিমখানা ও কলেজে সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম শুরু হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর নির্দেশেই এসব কর্মকাণ্ড হচ্ছে বলে মেজর জেনারেল (অব) সুবিদ আলী ভূঁইয়া অভিযোগ করেছেন।

গতকাল বুধবার বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এতিমখানা ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সুবিদ আলী ভূঁইয়া আরো বলেন, নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি দরদ দিয়ে জুরানপুর এতিমখানা ও আদর্শ ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। অথচ নির্বাচনের পর থেকেই সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর মদদে, সন্ত্রাসীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিকে রক্ষার জন্য সরকারের সদিচ্ছা কামনা করেছেন।

তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের উৎপাত বন্ধ করার জন্য এতিমখানার ছাত্রছাত্রীরা রাজধানীর হাইকোর্টের সামনে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করে যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। মানববন্ধন করার 'অপরাধে' একদিন পর এতিমখানার ছাত্রছাত্রীদের ওপর ২০/২৫ জনের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ পাইপগান ও ককটেল নিয়ে হামলা চালায়। এই হামলায় প্রায় ১০ জন শিশু-কিশোর আহত হয়। তিনি বলেন, এতিমখানার নিরাপত্তার অভাবে বেশকিছু এতিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে গেছে। বর্তমানে আমি এতিমখানাটির অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কিত। একদিকে তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসনও নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সুবিধ আলী ভূঁইয়া বলেন, এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভালোই চলছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস অন্যান্য এতিমদের কপালে ভালো-কিছু নেই। বিগত ৮/৯ মাস ধরে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজরা উঠেপড়ে লেগেছে এতিমদের জীবনকে অনিশ্চিত করে দিতে। এতিমখানার জন্য প্রতি বছর প্রায় কয়েক লাখ টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু এতিমখানার আয়ের প্রধানতম উৎস হচ্ছে এতিমখানা সংলগ্ন একটি বাজার এবং একই সঙ্গে থাকা ৫/৬টি পুকুর। পুকুরের মাছ বিক্রি করে বছরে আয় হয় ৩/৪ লাখ টাকার মতো আর বাজার থেকে প্রতি মাসে আসে ২৭ হাজার টাকা। অথচ এলাকার চিহ্নিত চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসীরা এতিমখানার নিয়মিত বৈধ আয়ের পথগুলো বন্ধ করে দিতে নানা ধরনের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এতিমখানার পুকুরের মাছ বিক্রি করতে গেলে সন্ত্রাসীরা বাধা দেয় এবং অনেককে জীবনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জুরানপুর বাজারের দোকানীদের কাছ থেকেও সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজি করছে। এলাকার এসব অভিযোগ, থানা, ডিসি, এসপি, পুলিশ কমিশনার, আইজি, শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানানোর পরেও কোনো কাজ হয়নি। বরং স্থানীয় থানায় এখনো আমার নামে রাজনৈতিক মামলা দেওয়া হচ্ছে। ডিসি সাহেবও এ ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। হাইকোর্টের আদেশকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে, জুরানপুর আদর্শ ডিগ্রি কলেজটি জবর দখলের পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।